47

তারিখ 17 APR 1992
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

জগন্নাথ হলে তল্লাশী

অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৫

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ গতকাল (বৃহস্পতিবার) জগন্নাথ হল তল্লাশী করিয়া জোবায়দুল হাসান মামুন, মোস্তাকউদ্দিন আহমেদ ওরফে কালা সেন্টু ইবনে হাক্কানী, গৌতম কুমার, খোরশেদ আলম নামে ৫ জন ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীকে গ্রেফতার করে। মামুন এবং সেন্টু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অপর তিনজন বহিরাগত। সেন্টুকে ম্যাগজিনে ৫ রাউণ্ড গুলীভর্তি একটি ৩০৩ কাটা রাইফেলসহ গ্রেফতার করা হয়। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী তল্লাশীকালে পুলিশ হলের বিভিন্ন কক্ষ হইতে ১০টি চার্জারসহ ৫৭ রাউণ্ড, ৩০৩ রাইফেলের গুলী, একটি পাইপগান ও একটি চাপাটি উদ্ধার করে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

জগন্নাথ হলে তল্লাশি

(১ম পৃঃ পর)

ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ধৃত মামুন ও কালা সেন্টুকে মীর্জা গালিব ও লিটন হত্যা মামলা এবং বুধবার এস.এম হলে ছাত্রনেতা শামীম, হাফিজের পায়ের রগ কাটা ঘটনার মামলার আসামী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিরাট দল জগন্নাথ হলের বিভিন্ন ভবন ঘিরিয়া ফেলিলে ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রায় ১০/১৫ মিনিট বিভিন্ন ভবনের প্রধান ফটকে পুলিশের সহিত তাহাদের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পুলিশ হল তল্লাশীর সুযোগ পায়। পুলিশ হলের উত্তর বাড়ির গেষ্ট রুম হইতে মোস্তাক উদ্দিন সেন্টুকে রাইফেলসহ গ্রেফতার করে। উত্তর বাড়ির এক এবং দুই নম্বর কক্ষ হইতে ১০টি চার্জারসহ ৫৭ রাউণ্ড রাইফেলের গুলী, দক্ষিণ বাড়ির একটি কক্ষের টয়লেটের কার্নিশ হইতে একটি পাইপ গান ও একটি চাপাটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের তল্লাশীকালে জোবায়দুল হাসান মামুন দক্ষিণ বাড়ির দোতলা হইতে লাফাইয়া পালানোর চেষ্টা করিলে পুলিশ আহত অবস্থায় তাহাকে গ্রেফতার করে।

গতকাল জগন্নাথ হলে পুলিশের তল্লাশীর সময় ক্যাম্পাসে আতঙ্ক দেখা দেয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মোড়ে পুলিশের প্রহরা বসানো হয়। একটি সূত্র জানায়, পুলিশ বিভিন্ন কক্ষ হইতে বহিরাগত কয়েকজনকে গ্রেফতার করিলেও ছাত্রদের চাপের মুখে ছাড়িয়া দেয়। ছাত্রদের বক্তব্য, পুলিশ 'গেষ্ট'দের হয়রানি করিয়াছে। জগন্নাথ হলে পুলিশের তল্লাশীর প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (আ-অ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

ছাত্রলীগ (আ-অ) সভাপতি শাহে আলম, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল গতকাল এক বিবৃতিতে এস এম হলের ছাত্রনেতা কোবিদকে গ্রেফতারের ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃতিতে গতকাল জগন্নাথ হলে পুলিশের তল্লাশীর প্রতিবাদ জানাইয়া বলা হয়, সন্ত্রাস দমনের নামে বার বার জগন্নাথ হলসহ ছাত্রলীগের শক্তিশালী অবস্থানের উপর পুলিশ হামলা চালাইতেছে। পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত ঘাঁটি মোহসীন, সূর্যসেন হলে সশস্ত্র তরুণদের আনাগোনা অব্যাহত থাকিলেও পুলিশ এইসব হলের ব্যাপারে নির্বিকার রহিয়াছে। বিবৃতিতে ছাত্রলীগের কর্মীদের উপর দমন-পীড়ন না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।